"স্বপ্নের ফেরিওয়ালা"

প্রকাশনায়

ESTD.- 2012

উত্তরণ

সাথে থেকো...সাথে রেখো

...ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসেবী সংগঠন

রেজিঃ নং – S/2L/34008

পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন

১১ই জুন, ২০১৭ (রবিবার) ☆ বাঁকুড়া

স্মরণিকা

Website : www.bankurauttoran.org

Visit us at : https://www.facebook.com / uttoranAnEndeavour/

Photo Gallery

UTTORAN - AN ENDEAVOUR

(A Social Welfare Organization by Students)

Sathe Theko.....Sathe Rekho

ESTD.- 2012

Reg. No.- S/2L/34008

Address : Bakultala, Lokepur

(Old Library Of Gandhi Vichar Parishad)

City : Bankura, Dist : Bankura

State : West Bengal, Pin - 722101

Mob No. : 9002733771,9476318934

Email : uttoran2012@gmail.com

Website : www.bankurauttoran.org

Facebook : https://www.facebook.com/UttoranAnEndeavour/

সূচীপত্র

১।	উত্তরণ ঃ লক্ষ্য, আদর্শ ও পথচলা		
২।	সম্পাদকীয়		
৩।	সভাপতির কলমে		
৪।	সহ-সভাপতির কলমে		
৫।	ডাক দিয়ে যায় ঃ উত্তরণ		
৬।	উত্তরণ ঃ মানবিকতার চারাগাছ	-	ভজন দত্ত
৭।	আমার চোখে উত্তরণ	-	বিপাশা মল্লিক
৮।	কবিতা ঃ ইতি উত্তরণ	-	সুমন ব্যানার্জ্জী
৯।	আমার চোখে উত্তরণ	-	সৌরভ মণ্ডল
10.	Uttoran : In my view	-	Deep Ganguly
১১।	কবিতা ঃ ওদের পাশে	-	সঙ্গীতা চ্যাটার্জ্জী
১২।	উত্তরণের বীর সৈনিক	-	সুমন পাল
১৩।	কবিতা ঃ সূর্যোদয়ের পথে	-	শ্রাবণী খাটুয়া
১৪।	সেফ ফুড সেফ লাইফ	-	সৌরভ সরকার
১৫।	কার্যাবলী		
১৬।	আমাদের সাফল্য		
১৭।	আগামী পরিকল্পনা		
১৮।	কৃতজ্ঞতা স্বীকার		
১৯।	উপদেষ্টা মণ্ডলী		
২০।	বিশেষ অনুদান		
21.	Scholarship Info		

উত্তরণ ঃ লক্ষ্য, আদর্শ ও পথচলা

"জগতের ইতিহাস হইল পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।" — স্বামী বিবেকানন্দ

ইতিহাস মানেই অতীত নয়, তা বর্তমানের সূত্রধার। সে নীরবে বলে চলে একদল আত্মবিশ্বাসী, সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা মানুষের কথা। সমাজের বুকে যখনই অন্যায়ের কালো রাত্রি নেমে আসে, দেখা দেয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ মেতে ওঠে রক্ত হোলি খেলায়; দিশাহারা অসহায় মানুষের কাছে ঠিক-ভুল, সত্য-মিথ্যা, যুক্তি-তর্কর উপর বড় হয়ে দাঁড়ায় বেঁচে থাকার সংগ্রাম — তখনই সমাজের অন্ধরাত্রির বুকে আলো জ্বালাতে এগিয়ে আসে কিছু আত্মবিশ্বাসী মানুষ; যাদের রয়েছে "অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত।" যাদের হাত ধরেই সমাজ এগিয়ে চলে নতুন সূর্যোদয়ের পথে।

সময়টা ২০১২ সাল। বাতাসে বারুদের গন্ধ, আর বাড়িঘর, প্রিয়জন হারানো অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ। চোখের জল আর রক্তের স্রোত ধুইয়ে দিয়েছিল জঙ্গলমহলের লালমাটি। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, প্রতি মুহূর্তে খিদের যন্ত্রণা আর মৃত্যুর চোখ রাঙানিতে বেঁচে থাকাটাই যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, তখন পড়াশোনা করে নতুন ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা ওইসব অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের নেহাতই অলীক স্বপ্ন। অথচ তাদের চোখেও ছিল বড় হওয়ার স্বপ্ন। এইসব ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন ভাঙ্গার কান্না ভিজিয়ে দিয়েছিল তাদেরই মতো কিছু ছাত্রছাত্রীর কোমল হৃদয়। তারা নিজেদের মেধাবৃত্তির সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অসহায় বন্ধুদের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে এসেছিল। এই সমস্ত সহৃদয়, আত্মবিশ্বাসী, দামাল ছেলেমেয়ের হাতে তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম, আবেগ ও ভালোবাসায় স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে জন্ম 'উত্তরণ'-এর। যার লক্ষ্য পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে মানুষকে মনুষ্যত্বের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা; শুধু বেঁচে থাকা বা টিকে থাকা নয় — অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করা, বাঁচতে শেখানো। স্বার্থত্যাগ ও সেবাই যার মূল আদর্শ। যদিও অনেকেরই ধারণা ছিল, এ হল অস্থির সময়ের বুকে জন্ম নেওয়া অস্থায়ী সামান্য বুদ্‌বুদ্‌, যা কিছুদিন পরেই মিলিয়ে যাবে সময়ের স্রোতে। কিন্তু না। বাঁকুড়া খ্রিষ্টান ও সম্মিলনী কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রীর সম্মিলিত প্রয়াস দেখিয়ে দিল ভালো কিছু করার মানসিকতা, চেষ্টা ও অন্তরের তাগিদ থাকলে কোন বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই 'উত্তরণ' পাহাড়ী নদীর উত্তাল জলধারার মতোই সমস্ত বাধা অতিক্রম করেছে; হাজারো প্রলোভন, বিদ্রুপ, উপহাসকে উপেক্ষা করে 'উত্তরণ' এগিয়ে চলছে নিজের লক্ষ্যে।

বর্তমানে বাঁকুড়ার কলেজ পড়ুয়াদের কাছে 'উত্তরণ' এক পরিচিত নাম। শুধু বাঁকুড়া নয়, আশেপাশের বিভিন্ন জেলাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে 'উত্তরণের সৌরভ'। দুর্বল, অসহায়, পিছিয়ে পড়া মানুষদের দরজায় গিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানো ও মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার নিরলস প্রচেষ্টায় রত উত্তরণের বীর যোদ্ধারা। সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের জীবনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেওয়াই শুধু নয়, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছে 'উত্তরণ'। শিক্ষার প্রসার বা শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য দানের পাশাপাশি খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে কিছু আর্ত, অভাবী, অভুক্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায় 'উত্তরণ'। শুধু তাই নয়, দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ মানুষের পাশে কেবল আর্থিক সাহায্যই নয় তাদের পরিবারের একজন হয়ে জীবনযুদ্ধে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় 'উত্তরণ'।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'উত্তরণ'-এর কর্মকাণ্ড, ভাবনা, তার আদর্শ মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই' — ভাবনায় বিশ্বাসী 'উত্তরণ' মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়ে যায়। কারণ, মানুষ যেদিন পরিবারের শৃঙ্খল, ধর্মের খোলস, সমাজব্যবস্থার বৈষম্যের খোলস খুলে বেরিয়ে আসতে পারবে; আচার-বিচার, জাতিভেদের জঞ্জাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে শুধুমাত্র একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারবে; দেশের বুকে, সমাজের বুকে সেইদিনই ঘটবে প্রকৃত নবজাগরণ। এই নবজাগরণের কাণ্ডারী 'উত্তরণ' স্বপ্ন দেখে দারিদ্র্য, অশিক্ষা থেকে বহুদূরে এক নতুন সমাজের আর বুকভরা আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

♦ ♦ ♦

"Our Prime purpose in this life ... is to help others."

সম্পাদকের কলমে

রীতেশ মল্লিক

আমাকে কিছু বলতে হবে সংগঠন নিয়ে, বিষয়টা খুবই আনন্দের। সব দায়িত্ব তুলে ধরা, মেলে ধরা আর কিছু ভুল হয়ে গেলেই সমালোচনা। তাই এই স্মরণিকা এককভাবে লেখার গুরুদায়িত্ব না নিয়ে সবাইকে আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরতে অনুরোধ করেছি। যাইহোক, উত্তরণের সাথে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাটানোর পর এই ষষ্ঠ বর্ষে নিজেকে সঙ্গী হিসাবে রাখতে পেরে আমি গর্বিত। আজ মনে পড়ছে ২০১২ সালের কথা। সেইদিন পাঁচ-সাতজন বন্ধু-বান্ধবীর হাত ধরেই একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে নিজেকে রেখে পথচলা শুরু করেছিলাম। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে উত্তরণ আজ একটি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। উত্তরণ যে এতটা পথ অতিক্রম করবে, সেদিন হয়তো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কিছু উদ্ভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত, শিক্ষিত, বেকার ছেলেমেয়ে এক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পাঁচবাগার মাঠের আকাশের দিকে আর দূর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসছিল "সাথে থেকো .... সাথে রেখো।"

এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে শুরু হল পথচলা। পথ চলতে চলতে সঙ্গী করে নিয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, উত্তরণের সদস্য ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলা এমনকি বিদেশেও। সঙ্গী ও উপদেষ্টামণ্ডলী হিসাবে পেয়েছে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপকদের এবং সমাজের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের।

বর্তমান দেশের শতকরা ৭০% মানুষ এখনও দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে হাতড়ে খুঁজে চলেছে নিজের অস্তিত্ব। এই সমাজে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা দেখেছি, অনাহারে মৃত্যু দেখেছি, শুনেছি অসহায় শিশুর আর্তনাদ, শিশুর মুখে খাবার তুলে দিতে অক্ষম অসহায় পিতা-মাতার কষ্ট, ধনীর ধন দেখেছি, শিক্ষার নামে ব্যবসা দেখেছি আবার কাউকে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মরতেও দেখেছি।

এই দেখাদেখির খেলাতে নিজেদের সামলে রাখতে না পেরে আমরা উত্তরণের মানবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। দারিদ্র্যতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর তাইতো 'উত্তরণ' সমাজের এই বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি প্রদান'-এর মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দরিদ্র, অভুক্ত পথশিশুগুলির খাবারের ব্যবস্থা করতে 'Save Food, Save Life' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখানেই থেমে না থেকে ক্যানসারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত অসহায় মানুষগুলির চিকিৎসার

খরচ বহন করার পাশাপাশি তাদের পরিবারের একজন হয়ে তাদের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে, বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে। বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজে পাঠরত অনাথ অন্ধবন্ধু সোনু বাঙ্কার পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও তার প্রত্যেকটি লড়াইয়ে উত্তরণ নির্ভীক যোদ্ধার মতো পাশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সীমিত প্রয়াস একজন যোদ্ধাকে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও লড়াইয়ের ময়দানে লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে।

সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবীর প্রত্যেকের অভূতপূর্ব আন্তরিক সমন্বয় ও আন্তরিক ভালোবাসা এই সংগঠনকে আলাদা তাৎপর্য প্রদান করেছে।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, যারা আমাদের সংগঠনের পঞ্চমতম সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিজ্ঞাপণ দিয়েছেন, অনুদান দিয়েছেন তাদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও উষ্ণ ভালোবাসা, অভিনন্দন।

"খাদ্য-বস্ত্র-অন্ন দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া নয়, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করার ডাক দিচ্ছে 'উত্তরণ'।"

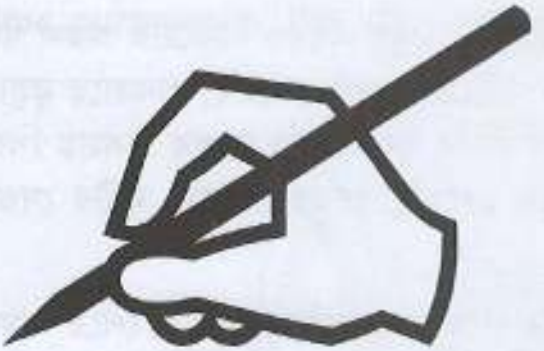

সভাপতির কলমে

বীথিকা কর্মকার

উত্তরণ এবং উত্তরণের পত্রিকা পাঁচ বছর পূর্ণ করে ফেললো। কিন্তু সঠিকভাবে ভাবলে মাত্র পাঁচ বছর নয় এবং যে দশ জন সদস্যকে নিয়ে উত্তরণের জন্ম, সেই দশ জনই নয়, উত্তরণ রয়েছে বহু বছর ধরে এবং বহু মানুষের মনে; — ইচ্ছে হয়ে, স্বপ্ন হয়ে — আমার, আপনার মধ্যে। যথেষ্ট অনুপ্রেরণার অভাবে আপনার ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী মিলে তার রূপায়ণ শুরু করে। ঘটনাচক্রে কিছু উৎসাহী মানুষের সাথে দেখা হয়ে যায় বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে। তারপর এক পথ ধরে চলার শুরু। দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি, বই দেওয়া, শিশুদের অবৈতনিক বিদ্যালয় চালানোর মতো ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকে আপাতত বিভিন্ন সরকারী সামাজিক প্রকল্পে উত্তরণ ডাক পায়। সৌভাগ্যবশতঃ বহু মানুষ উত্তরণের চলার পথের সাথী হন। উত্তরণের সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে প্রায় ২০০। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, খড়গপুর আই.আই.টি., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সহৃদয় সহযোগিতায় আমাদের ক্ষুদ্র স্বপ্ন থেকে উত্তরণ আজ সরকার স্বীকৃত সংস্থা।

তবুও লোকবল, অর্থবলের অভাবের মত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে উত্তরণের প্রকল্পগুলির রূপায়ণ বাঁকুড়া জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উত্তরণ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত হলে যেমন অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে আমরা সাহায্য করতে পারব, সেইরকম উত্তরণের পিছনে আমরা যারা রয়েছি, তারা প্রকৃতঅর্থে খুশি হতে পারবো। এই কাজে সবার সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা একান্ত কাম্য। এগিয়ে আসুন, আমরা সবাই রয়েছি আপনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং পীড়িত মানুষের সেবা করার জন্য।

♦ ♦ ♦

"The hands that help, are far better than the lips that pray."

সহ সভাপতির কলমে

সুমন রাণা

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে ২০১২ সালে বাঁকুড়ার কিছু কলেজ বন্ধু মিলে "উত্তরণ"-স্বপ্ন দেখেছিল, আমি গর্বিত তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে। বাঁকুড়াতে থেকে কাজ করার সুযোগ আমার বিশেষ একটা হয়নি। কলেজের পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ায় ২০১৩ সালের শুরুর দিকেই বাঁকুড়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাঁকুড়া ছেড়ে চলে গেলেও "উত্তরণ"কে নিয়ে দেখা স্বপ্ন আমার পিছু ছাড়েনি। সুযোগ পেলেই ছুটে এসেছিল "উত্তরণ"এর টানে।

নিজেদেরই কিছু দুঃস্থ অথচ মেধাবী বন্ধু বা ভাইকে সাহায্য করার জন্য একটা সংস্থা তৈরী করা — এই দৃষ্টান্ত খুব কম আছে বলেই মনে হয়। নিজেদের হাত খরচের টাকা জমা করে গড়ে তোলা এই সংস্থা আজ অনেকটাই নিজেকে বিস্তৃত করেছে, বেড়েছে তার কাজকর্মের পরিধি। শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে আছে "উত্তরণ"এর সদস্য-সদস্যারা। শুধু ছাত্রছাত্রীই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্নভাবে নিজেকে যুক্ত করেছেন এই সংস্থার সাথে।

"উত্তরণ"-এর সাথে চলার পথে অনেক মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার যে সকল বন্ধু, ভাই ও বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করে "উত্তরণ"কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে অভিবাদন জানাই। আশা করি, সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "উত্তরণ" এক মহীরুহে পরিণত হবে।

♦♦♦

ডাক দিয়ে যায় – উত্তরণ

"Help others to achieve their dreams and you will achieve yours."

প্রতিটি মানুষই স্বপ্ন দেখে .... স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। স্বপ্নই তাকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রেরণা জোগায়, বাঁচিয়ে রাখে। কেউ স্বপ্ন দেখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, কেউ দু'মুঠো অন্নের, আবার কেউবা স্বপ্ন দেখে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর। কিন্তু অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অনুশাসনের হাতে যখন এইসব স্বপ্নগুলোকে অসহায় ভাবে খুন হতে হয়, তখন মানুষ বেঁচে থাকার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে। আর ঠিক তখনই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর মানুষগুলোর চোখে আশার প্রদীপ জ্বালাতে স্বপ্নের পসরা নিয়ে তাদের দরজায় হাজির হয় 'উত্তরণ'। দিয়ে যায় নতুন স্বপ্নের বীজ, নতুন করে স্বপ্ন দেখায় তাদের। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর থাকে। বলা ভালো, সমাজের বুকে 'স্বপ্ন বুনে গাছ বানাতে ব্যস্ত' থাকা 'উত্তরণ' হয়ে ওঠে 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'। যে স্বপ্ন দেখায় নতুন এক ভোরের, যে ভোরে 'বিবেক-আলো'র স্পর্শে কেটে যাবে অন্ধ-কালো রাত্রি। শীতঘুমে ঘুমিয়ে থাকা মানবতা ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে উত্তরণের নবজাগরণের গানে।

পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এবং 'উত্তরণ'-এর কর্মকাণ্ডের বার্তাবহ উত্তরণ ম্যাগাজিন-এর নবরূপ 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'-র আত্মপ্রকাশে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে ও যারা বিজ্ঞাপণ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও উষ্ণ অভিনন্দন। আমার সহকর্মী বন্ধু, ভাই ও বোনেরা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগে 'উত্তরণ' এগিয়ে চলেছে নিজের লক্ষ্যে এবং যাদের হাত ধরেই 'উত্তরণ' স্বপ্ন দেখে অন্তহীন পথ চলার, তাদের প্রত্যেকের জন্য রইলো আমার উষ্ণ ভালোবাসা, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া সহজ কিন্তু মানুষ হওয়া নয়। তাই পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার ডাক পাঠাচ্ছে 'উত্তরণ' সমাজের প্রতিটি স্তরে। আসুন আমরা মানুষ হই।

সাথে থেকে ..... সাথে রেখো।

আর কত কাল ঘুমিয়ে ওরে
কাটাবি এ জীবন।
কান পেতে শোন্, নবজাগরণের
গান গাইছে উত্তরণ।

উত্তরণের হাত ধরে আজ
উঠেছে 'বিবেক-রবি'
বিবেক আলো সমাজপটে
আঁকে মনুষ্যত্বের ছবি।

সেবামন্ত্রে নিয়েছে উত্তরণ
বিশ্বপ্রেমে দীক্ষা,
ঘুম ভাঙিয়ে মানবতার দেয়
সে মানুষ হওয়ার শিক্ষা।

অন্ধজনে দিতে আলো
জ্বালায় জ্ঞানের বাতি
চলার পথে সাথে থেকে
হয় সে পথের সাথী।

চোখ মেলে দেখ্, রাত্রি ঘুচে
এসেছে নতুন ভোর,
বিশ্ব ডাকে সাড়া দিতে, এবার
খোল্ না বাহু ডোর।

শ্রাবণী খাটুয়া
পত্রিকা-সম্পাদিকা

উত্তরণ ঃ মানবিকতার চারাগাছ

ভজন দত্ত

শীতের এক বিষন্ন সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় যখন চায়ের কাপের উষ্ণতাও ম্লান হয়ে আসছে, ক'টা হবে ঘড়িতে ? সাড়ে আটটা-ন'টা। কাটোয়া থেকে এক বন্ধু এসেছিলেন, কথা হচ্ছিল তার সাথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। তখনই চারজন বেকার যুবক সাইকেল চড়ে গল্প করতে করতে আসছে। কারো মাথায় মাফলার, কারো নেই। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো ভারী ব্যাগ। চিনতে পারলাম রীতেশকে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে তোমার ? রীতেশ ও ওর সঙ্গীরা দাঁড়ায়। আমি বলি, এসো চা খাও। রীতেশ বলে, — না দাদা, আমরা এই খাবার নিয়ে যাচ্ছি ষ্টেশনে। আমরা না গেলে ওরা খেতে পাবে না। সাইকেলের ব্যাগ দেখিয়ে বলে, "এই খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি। চা আর একদিন খাবো।" বলেই প্যাডেলে চাপ দেয়। চাকা ঘোরে। প্রতিটি সাইকেলের চাকা চলে গেল ক্ষিদে মেটাতে। শহরের মাঝখান দিয়ে ছেলেগুলোকে আলো শিখার মতো চলে যেতে দেখছিলাম সেদিন শীতের রাতে।

কতদিন হবে ? উত্তরণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ২০১৬-র ওদের একটা অনুষ্ঠানে। ওদের কথা এত শুনেছিলাম সৌরভের (বসু) কাছে। তাই নিজে গিয়ে দেখতে চাইছিলাম, এরা কারা। গিয়ে দেখলাম এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে গান্ধী বিচার পরিষদের এক সভাকক্ষে পসার জায়গা নেই। সৌরভের কাছে শুনেছিলাম, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যে স্কলারশিপ পায়, তাই বাঁচিয়ে তারা গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। তারাই আবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে। এই অনুষ্ঠানে ওরা তাদেরই হাতে তুলে দেয় বই ও খাতা। এই মানসিকতায় অবাক হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। কথাটা অবাক-ই। হবো না ! যাদের নিজেদেরই কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, পড়াশোনা শেষ হয়নি, তারা .... ! তারা নিজেদের হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এরকম একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে ! কই, এমন খবর তো মিডিয়া করে না। আর এরাই যদি কোনো ধরণের অসামাজিক কাজ করতো তাহলে হয়তো মিডিয়ার শিরোণামে চলে আসতো।

দেশের চরম অবক্ষয়ের দিনে 'উত্তরণ' আমার কাছে এক 'লাইট হাউস'। প্রগাঢ় অন্ধকারে দিকহারা মানবিকতাকে তারা যেন পথ দেখানোর শপথ গ্রহণ করে, এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মনুষ্যত্বকে।

•আমরা প্রায়শই সমালোচনা করি এই প্রজন্মদের। তাদের মধ্যে শুধু অন্ধকার দেখি। কথায় কথায় তাদের দায়িত্ববোধ, বিবেচনা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক — সবক্ষেত্রে তাদের কোণঠাসা করে রাখি। সেখানে এক অন্ধ ছেলের হাত ধরে তাকে চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য সাহায্য করে, তার ভরণ-পোষণের দায়ভার তুলে নেয় 'উত্তরণ', তখনও কি আমরা চোখ বন্ধ করে জোর করে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অভিনয় করি। অথচ তারা যখন 'উত্তরণ'-এর মতো একটি সংস্থা তৈরী করে নিজেদের উদ্যোগে, সমাজের সুস্থতার স্বার্থে; তখন ক'জন তাদের পাশে থাকার তাগিদ অনুভব করি ! না, আমিও পারিনি ওদের জন্য কিছু করতে। শুধু দূর থেকে ওদের দেখে যাই। শিখি ওদের কাছ থেকে। কতকগুলো 'বেকার' ছেলেমেয়ে আমাকে ভালো করে বাঁচতে শেখায়। নিজেদের চাকরি নেই, তাদের পরিবার পরিজনেরা তাকিয়ে আছেন তাদেরকে স্বনির্ভর দেখবেন বলে। আর ওরা এখনো এই শহরের অভুক্ত মানুষদের কাছে দুমুঠো অন্ন সরবরাহ করে চলেছে, মেধাবী দুঃস্থ, অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের আশা-ভরসা হয়ে উঠেছে। বসন্তোৎসবে বৃদ্ধাবাসে থাকা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কাছে বসে গান শোনাচ্ছে, তাঁদের পা রাঙা হয়ে উঠছে উত্তরণ-এর দেওয়া রঙে। মাথায় উঠে আসছে তাঁদের আশীর্বাদের হাত। বিদায় জানাতে গিয়ে চোখ ছলছল করে বলছে, "আবার এসো।" — এভাবেই উত্তরণ ঘটে চলছে অজান্তেই। আমার প্রিয় শহরের মাটিতে মানবিকতার চারাগাছটিকে আগলে রাখার অনুরোধ। ওদের পোকায় কাটতে দেবেন না। মেলে দিক ডাল পালা !!

♦ ♦ ♦

আমার চোখে উত্তরণ

বিপাশা মল্লিক

"In a gentle way you can shake the world." — Mahatma Gandhi

কম্পনটা মৃদু হলেও তীব্র প্রবল। উত্তরণ ছোট্ট পায়ে এগোতে এগোতে এখন প্রায় পাঁচ বছরের শৈশবকাল অতিক্রান্ত করতে চলেছে। অদম্য উৎসাহ ও বড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিজের সাধ্যমতো সমাজকে কিছু ফেরৎ দেবার নাছোড়বান্দা স্বপ্ন ও ইচ্ছা আছে উত্তরণের। আমরা গুটিকয়েক সদ্য বাস্তবে পা রাখা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত বা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, আমরা উত্তরীয়াণ — উত্তরণের দেখা স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

শুধুমাত্র নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের অল্প সময় উত্তরণকে উপহার দিয়ে বিনিময়ে প্রাপ্তিটুকু অপরিসীম, অনুভূতিযোগ্য চরম শান্তি ও তৃপ্তির স্বাদ।

উত্তরণের অনেক গল্প শুনি — কিভাবে, খোলা আকাশের নীচে কিছু তরুণের স্বপ্নে উত্তরণের জন্ম। শিক্ষায় আলো সমাজের সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই স্বপ্ন ছিল, ইচ্ছা ছিল শিক্ষার মাঝে আসা অভাবের মতো প্রতিবন্ধকরা যেন শিক্ষার পথ রুদ্ধ করতে না পরে।

তারপর অনেকটা সময় পার হয়েছে, একটু একটু করে বেড়ে ওঠা মৃদু কম্পনটুকু দিয়ে বাধাগুলোকে গ্রাহ্য না করে আজ উত্তরণ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এগিয়ে এসেছে অনেক সহৃদয় গুণী মানুষজন — শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী - সমাজের বিশিষ্টজনেরা, সাহায্য করার আবদার নিয়ে। ক্রমশ গতি পেল উত্তরণ।

যত সময় এগিয়েছে, স্বপ্নেরাও বেড়ে উঠেছে। আজ উত্তরণের আলো শুধুমাত্র শিক্ষা প্রদানেই থেমে নেই, বাঁকুড়া ষ্টেশন চত্বরের অসহায় মানুষগুলোর একবেলার ক্ষিদের জ্বালা নিবারণ করে উত্তরণ। কনকনে শীতে যখন শহর ঘুমিয়ে তখন একঝাঁক উত্তরীয়াণ কম্বলের ছোঁয়ায় গায়ে ওম দিয়ে যায় রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোকে। ক্যানসার নামক মারণ রোগ যখন দিব্যেন্দুদার মতো মানুষদের শিয়রে এসে দাঁড়ায়, তখন যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভরসা জোগায় উত্তরণ। আজ দিব্যেন্দুদা সুস্থ। এটাই প্রাপ্তি। এই হাসিমুখ গুলোই অনুপ্রেরণা।

দুর্ঘটনায় পিতৃ-মাতৃহারা হওয়ার সাথে সাথেই চোখের দৃষ্টিটুকু হারানো অসহায় সোনুর শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে উত্তরণ। বই ও আর্থিক অনটনে আমাদের যেসব মেধাবী ভাইবোনদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তাদের পাশে সবার আগে হাজির হয়েছে উত্তরণ। বই বিতরণ ও মেধাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন দেখার ইচ্ছেটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে উত্তরণ।

বর্তমান সমাজ ভীষণ ব্যস্ত। অপরকে ফেলে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, স্বার্থসিদ্ধির নারকীয় পরিকল্পনায় মত্ত, অপরকে ধ্বংস করতে মরিয়া। এখন মানুষ ভয় পায় মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে লালিত আমাদের যুবশক্তিই পারে পরিবর্তন আনতে মানুষের মনে, পারে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনতে।

আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস 'উত্তরণ', আমরা শুরু করেছি পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে মানুষ হবার শিক্ষা নিতে ও বিতরণ করতে। আমাদের সমাজে ভালো মানুষের অভাব নেই কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন, একলা। অপরের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাঁরাও সাহায্য করেন। কিন্তু একার সাহায্যে বৃহৎ পরিবর্তন আনা কঠিন। তাই সংঘবদ্ধতা প্রয়োজন। তাই সবাইকে আহ্বান জানাই। কারণ, বিন্দু বিন্দুতেই একদিন আমাদের প্রিয় 'উত্তরণ' সিন্ধুতে পরিণত হবে, তার বৃহৎ শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সমাজ থেকে অশিক্ষা দূর হবে, ক্ষুধার জ্বালায় নির্ঘুম রাতের অবসান হবে একদিন।

"We are team
with biggest heart
Best preparation
Deepest passion
strongest togetherness
and will to succeed.
Let's creat and capture Greatness !"

— T. Y. Howard

ইতি উত্তরণ

সুমন ব্যানার্জী

বছর আটেক আগের কথা
হঠাৎ হলো কিযে,
অপরের কথা ভাবতে গিয়ে
নিজেকে পেলাম খুঁজে ...
আরো গোটা কয় আমারই মতন
মনটা যাদের কাঁদে,
যখন সমাজ জড়িয়ে গিয়েছে
অবনমনের ফাঁদে।
চোখের সামনে যখনই দেখেছি
অসহায় কিছু মুখ
সামর্থ্যটা ছাড়িয়ে গিয়েও
পেয়েছি আমরা সুখ।
মানিব্যাগহীন পকেটখানার
ওজন বড়ই কম,
ইচ্ছেটা বড়, বুকে বল আছে
আর কলিজায় দম।
সময়ের স্রোতে মিশেছে অনেক
নামিদামী উপনদী,
উত্তরণের গতিধারা আনে
চেতনায় সমৃদ্ধি।
অধিকার সব বুঝে নিক এসে
পিছিয়ে পড়েছে যারা,
প্রতিবন্ধকতা ঝেড়ে ফেলে আজ
হয়েছি পাগলপারা।

অনেকে বলেছে "ছাত্র তোমরা
পড়াশোনাটুকু করো"
বিবেক বলেছে "এগিয়ে এসে
সমাজের হাল ধরো।"
আমার পাড়ার অন্ধ ভিখিরি
অনাহারে যদি মরে,
খুশির বাতি জ্বলতে পারে কি
তোমার-আমার ঘরে?
তোমার রাতে লেপের শীতে
মিষ্টি ঘুমের আদর
আমার শহর জমে ফুটপাতে
স্বপ্নে মুড়েছে চাদর ...
শিক্ষার আলো ভেদ করে যাক্
আঁধারের বনভূমি
আমরা রয়েছি তোমার পাশেই
শুধু সাথে থেকো তুমি।

আমার চোখে উত্তরণ

সৌরভ মণ্ডল

"I never see what has been done,
I only see what remains to be done." — Buddha

সেই ২০১২ থেকে উত্তরণের সাথে জড়িয়ে আছি, আজ ২০১৭; অনেক ওঠা-পড়া, বাক্-বিতণ্ডা, সফলতা-ব্যর্থতা সবেতেই সাক্ষী থেকেছি, অনুভব করেছি, শিখেছি। সব থেকে বড় কথা মানুষকে জেনেছি। বিদ্বজনেরা তো অনেক কিছুই মুখে বলে থাকেন, কিন্তু তাদের মধ্যে সমাজের জন্য, দেশের জন্য করেন কতজন ? আমরা হলামই বা নগণ্য কিন্তু এই আর্ত মানুষগুলোর জন্য কিছু তো করেছি। অনেকেই বলে থাকেন উত্তরণ হল ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোর ছেলের দল। তাদের বিশেষ করে বলার মতো কিছু নেই আমার কাছে, কেবলমাত্র সেই সব লোকেদের জন্য "No one has ever become poor by giving." সত্যি বলতে কি, যে অনাবিল আনন্দ আমরা পাই সেই পীড়িত মানুষগুলোর সামান্য উপকার করে, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে, তা আমাদের জীবনটা সমৃদ্ধ করে তোলে। আর আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। আমরাও সেইরকম ভারতের স্বপ্ন দেখি, যে ভারতে সমস্ত শিশু শিক্ষার আলোতে নিজেদের জীবনপথ আলোকিত করতে পারবে।

রাশিবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খাতায় সরকারের কাছে যে হিসাব থাকে, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে অনেকটাই আলাদা। আপনি জানুন বা না জানুন আমরা মানুষের দোরে দোরে গিয়ে কাজ করি। আমরা জানি আসল অবস্থাটা কি এবং আসলে কারা প্রকৃত দুঃস্থ।

আমি শুধু গর্বিত যে আমি উত্তরণের পাশে ছিলাম, আছি এবং জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতেই উত্তরণের পাশে থাকবো। এটাই বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা যে, উত্তরণ একদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করুক তার কাজের মাধ্যমে এবং সেইসব মানুষদের আশীর্বাদে যাদের জীবনের কোন একটা অংশ উত্তরণ-এর জন্য সহজ ও আনন্দময় হয়েছে।

Uttoran : in my view

— Deep Ganguly

Uttoran, an wonderful creation of a bunch of students hard-tooth work, putting their hearts and minds in making of this what Uttoran now hold in hands. It's an effort of bringing together under one umbrella to make use of our youth for the enrichment of lives of those to whom every penny needed. Uttoran is expanding its wings everyday in expense of your silence hard work. So, it's upto you to see our Uttoran after five years. All I heard about, it's started a long time ago in Bankura with the co-operation of some well hearted serious. I am really thankful to them for making Uttaran what it is today and without them making of Uttoran was not possible. They gave life to Uttoran. Uttoran started its work from zero even when it has no such financial stability, members, even a meeting room. It has to undergo a lot of trouble to manage a meeting place. The path was not so smooth but Uttoran has no any other option without moving forward. There were many of legal process to which Uttoran has to travel far unfolding itself as on NGO. Today, we have so many members, better financial stability, a bank account, an office-room more precisely an identity of Uttoran. It's a great achievement for all of us. Uttoran helped so many grassroot level people throughout its birth in every possible way it can and it will. Now it is giving scholarship to poor meritorious students, providing books and many more things they need with only one common purpose making them a good well educated person. It's not their fault that they born in a poor family. 'Save food, Save life' is also a very good agenda. It provides food to street beggers, rags during winter to the needy one. Now, it has got a project from Govt. of India. This is a great achievement of Uttoran which defines all your silence work. Someone in the railway station told, "Onekdin por Bankura te akta valo kaj dekhlam." I saw this in whatsapp group of Uttoran. What else we want ? It's Uttoran. Someone smile because of you.

When I heard about someone who had gone from Uttoran, I felt sad. In my view, Uttoran is like a mobile tower and you provide electricity to it and it connects the needy one with its frequency. It depends on you how much electricity you can provide to make the frequency stronger. If you go away, it will weak for sometimes but there are many good persons who will come and take your position, may be even a better than you. If you go away, it's your choice, but whenever you go, help the needy one.

I take pride in witnessing the season of Uttoran's first magazine publication. It is the result of rigorous endeavour and hard tooth effort of all of the members of this family, working for a common purpose. And I am really thankful to Sovik, Sourav, Sridhar (my batch mates) and Ritesh da to connect me with such a wonderful family. It's a great pleasure.

♦ ♦ ♦

ওদের পাশে

সঙ্গীতা চ্যাটার্জ্জী

ছোট ছোট পায়ে,
ছেঁড়া জামা গায়ে
দেখি ওরা ঘোরে
ষ্টেশনের চত্বরে,
কখনো বা পথ ধারে।
নেই হাতে খেলনা,
ওরা যেন ফেলনা
রোজকার অভ্যাসে
হাত পেতে চেয়ে বসে -
একটা দুটো টাকা,
শহরের চোখ থাকে
পটি দিয়ে ঢাকা।
খালি পেটে দিন কাটে -
রাত কাটে এভাবেই,
পথ শিশু বলে কি
খিদে টুকু পেতে নেই !
রোজ রোজ দেখি কত
খাবারের অপচয়,
পথে ঘোরা শিশুদের
পেট তাতে ভরে যায়,
সোজা এই ভাবনা
মনে কেন আসে না !
বিবেকের ঘুম যেন
কিছুতেই ভাঙে না !
এসবের মাঝে দেখি
জেগে যারা আছে,
'সাথে থেকো সাথে রেখো'
বিশ্বাসে বাঁচে।
ঐ শিশু মুখে এনে দিতে
এক মুঠো হাসি,
তারা বাড়িয়েছে হাত-দুটো
সদা দিবা-নিশি।
করে যায় কাজ শুধু
নেই কোন স্বার্থ,
কত লোকে বোঝে না তো
এ সবের অর্থ।
কি-বা তাতে যায় আসে
আছি মোরা একসাথে,
হাতে হাত মিলিয়ে
হেঁটে যাব এপথে।
জন্ম যেদিন নিয়েছিল
ছোট্ট উত্তরণ -
এভাবেই বড় হবে
করেছিল পণ।
সবুজের মন্ত্রে নিয়েছিলে দীক্ষা,
তাই কথা দিয়ে তার মান
করে যায় রক্ষা।
একদিন হবে জানি -
সে আরো বড়ো;
সাথে আছি পাশে আছি,
উত্তরণ - এগিয়ে তুমি চলো।

উত্তরণের বীর সৈনিক

সুমন পাল

'উত্তরণ'-এর চলার পথে সবেমাত্র সাত মাস পাশে আছি আমি। এই কয়েকটি মাসে অনেক দাদা, দিদি, বন্ধুদের সাথে পেয়েছি ও অনেক কিছু শিখেছি তাদের কাছে, আরও অনেক কিছু শেখাবে 'উত্তরণ'।

এই কয়েকটা দিনে যে মানুষটিকে দেখেছি আর ভেবেছি যে, এই জগতে এত সহজ, সরল, নিষ্পাপ মনের মানুষ কেউ থাকরে পারে ! আমরা স্বপ্ন দেখি রোজগার করে দুটো টাকা জমিয়ে একটা গাড়ি কিনবো, একটা বাড়ি করবো ইত্যাদি। কিন্তু এই মানুষটি ভাবে রোজগার করে দুটো টাকা জমিয়ে বাবাকে দুটো গরু কিনে দেবার। কেননা, তার বাবা লোকের গরু চরিয়ে সংসার চালায়। এই রকম স্বপ্ন দেখার মতো বড়ো মনের মানুষটি আর কেউ না, সে আমাদের উত্তরণের সহকর্মী ও ভাই রাজাগোপাল পাণ্ডা।

হেঁটাগাঁড়া গ্রামের অত্যন্ত গরীব, অসহায় বাড়ির ছেলে রাজাগোপাল পাণ্ডা। সে তার পড়াশোনাও পুরোপুরি করতে পারেনি। তার কারণ যে শুধুই দারিদ্র্য তা নয়, আসলে খুব একটা ভালো ছাত্র পাণ্ডা নয়। কিন্তু বড়ো মনের মানুষ আমাদের এই পাণ্ডা। ছাত্রের নাকি পাঁচটি গুণ খুবই জরুরি, তা হল — অল্পহারী, গৃহত্যাগী, কাকচিন্তা, বক্‌ধ্যান, শ্যোননিদ্রা। কিন্তু আমি মনে করি এই গুণগুলি অভ্যাস ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব। কিন্তু অভ্যাস ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ববোধ আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। তাই ভালো ছাত্র না হলেও ভালো মানুষ আমাদের রাজাগোপাল পাণ্ডা।

দুটো টাকা রোজগারের সন্ধানে ছেলেটা ঘুরে বেড়াত। তখন তাকে আমাদের উত্তরণের সম্পাদক রীতেশদা বাঁকুড়ায় নিয়ে আসে আর তখনই উত্তরণের সাথে দেখা হয় রাজাগোপালের। সেইদিন থেকেই উত্তরণের প্রতিটি সুখ-দুঃখের দিনে উত্তরণের পাশে থাকে সে। একটি দোকানে কাজ করে পাণ্ডা। সারাদিন পরিশ্রমের পরও উত্তরণ যে সকল অসহায় মানুষগুলির একবেলা খাবারের দায়িত্ব নিয়েছে, সেই সকল অসহায় মানুষগুলিকে আশাহত করে না পাণ্ডা। সঠিক সময়ে খাবার পৌঁছে যায় তাদের কাছে। এছাড়াও উত্তরণের কাজে সবার সাথে হাত মিলিয়ে কাজগুলিকে সুসম্পন্ন করে। নিজে অসহায় হয়েও প্রতিটি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় রাজাগোপাল পাণ্ডা। উত্তরণের প্রত্যেকটি লড়াইয়ের মুহূর্তে লড়াই করে চলেছে আমাদের পাণ্ডা।

বন্ধু, তুমি তোমার সততার পথে হেঁটে চলো, আমরা তোমায় কোনদিন ভুলে গেলেও 'উত্তরণ' তোমায় কোনদিনও ভুলবে না। তোমায় সেলাম।

সাথে থেকে ..... সাথে রেখো।

সূর্যোদয়ের পথে

শ্রাবণী খাটুয়া

যেদিকে তাকাই দেখতে যে পাই,
হিংসা আর খুনোখুনি,
স্বার্থ ছাড়া মানুষ ভুলেছে -
মানবিকতার বাণী।
মনুষ্যত্ব আজ কফিনবন্দী
বিবেক মৃতপ্রায়,
সভ্যতার আঁচলে মুখ ঢাকে সমাজ
কি ভীষণ লজ্জায় !

ধন সম্পদ অর্থ যেখানে
দামি মানুষের চেয়ে,
আঁধার রাতে প্রদীপ জ্বালাতে
এলো কিছু ছেলেমেয়ে।
উত্তরণের জন্ম হল
তাদেরই হাত ধরে,
সমাজের বুকে নতুন সূর্য
উঠলো নতুন ভোরে।

ভীষণ শীতে লেপের তলায়
ঘুমিয়ে সারা শহর,
পথের ধারে কাটায় যে রাত
পথই যাদের ঘর।
পাচ্ছে শীতে ভীষণ কষ্ট
নেই যে শীত-বসন,
শীতের রাতে তাদের পাশে -
দাঁড়ায় উত্তরণ।

ছোট্ট বন্ধু লড়ছে একা
মারণব্যাধির সনে,
উত্তরণ তো পাশেই আছে
বন্ধু, ভয় পেয়ো না মনে।
বইয়ের অভাবে যে ছেলেটি ভাবে
বুঝি সাঙ্গ হল পড়া।
স্বপ্ন যত দেখেছিনু মনে
সবই রইলো অধরা।
স্বপ্ন ভাঙার কষ্টে যখন
জলে ভরে দু'নয়ন
স্বপ্নের ফেরি নিয়ে দাঁড়ায় এসে
আবারও উত্তরণ।

এভাবেই কত শত মানুষের
বন্ধু উত্তরণ,
বন্ধুর মুখে ফোটাবেই হাসি
এই হল তার পণ।
উত্তরণ মানেই এগিয়ে চলা
সূর্যোদয়ের পথে,
আসুক প্রলয় বন্ধুর পথে
মোরা হারবো না কোন মতে।
এগিয়ে চলার পথে বন্ধু
হাতটি রেখো হাতে,
সাথে থেকো, সাথে রেখো
এসো, বলি একসাথে।

সেভ ফুড সেফ লাইফ

সৌরভ সরকার

জীবনে যাদের অভিজ্ঞতা হয়নি তাদের 'ফুড' আর 'লাইফ'-এর মাঝে 'সেভ'টাকে একটু বাড়াবাড়ি লাগতে পারে। সত্যি বলতে স্কুলে পড়াকালীন হয়তো আমাদেরও "ফুড ক্রাইসিস" নিয়ে ধারণা তেমন ছিল না। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে খবরের কাগজে উত্তরে চা-বাগানের শ্রমিকদের না খেতে পেয়ে শয্যাশায়ী হওয়া, অভাবে দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনাগুলি মনে দাগ কেটেছে। মনে প্রশ্ন জেগেছে 'বাঁচা কি শুধু খাবার জন্যই?!' খাবার না পেলেই কি সব শেষ?!'

আমরা এর উত্তর জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। তবে সমাজের বাকি বেশ কিছু আরও সমস্যার মতো এটিও আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। আর "সেভ ফুড সেভ লাইফ"-এর পরিকল্পনাটি উত্তরণ-এর চোখে আপাতত সমস্যাটি সাধ্যমতো দূর করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অনেকটা এগোলেও আমাদের দেশ এখনও তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ। যেখানে মোট জনসংখ্যার ২০ কোটি মানুষ এখনও দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, যাদের দৈনিক আয় ১২০ টাকারও কম। আর এই সংখ্যা পৃথিবীতে বিশ্বের দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মোট মানুষের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের রাজ্যে খাবারের সমস্যা তেমন প্রকট না হলেও তফসিলি জাতি এবং উপজাতি অধ্যুষিত অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে আজও দু'বেলা খাবার জোটাতে তাদের সংগ্রাম করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে বছরের নভেম্বর হতে এপ্রিল এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ দু'বেলা খাবার জোটারে ব্যর্থ হন।

দেশে খাদ্যের মাত্রাতিরিক্ত অপচয় এই অবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। প্রতি বছর দেশে নষ্ট হওয়া খাবারের আর্থিক মূল্য প্রায় ৯০,০০০ কোটি টাকা। দেখা গেছে যা দিয়ে ১০ কোটি মানুষের গোটা বছরের খাবার জোগান দেওয়া সম্ভব হতো। তাছাড়া অনুন্নত সংরক্ষণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা তো লেগেই আছে। প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ টন পেঁয়াজ, ২২ লক্ষ টন ট্যামেটো এবং ৫০ লক্ষ ডিম নষ্ট হয় শুধু সংরক্ষণের অভাবেই। যা দ্রব্যের দ্রুত অর্থমূল্য বৃদ্ধির আরও এক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবী ব্যাপী নষ্ট হওয়া খাবার খুব সহজেই গ্রিন-হাউস গ্যাস তৈরির মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত করে চলেছে। প্রতি বছর প্রায় ২৩০ কোটি টন নষ্ট হওয়া খাবার নিঃসন্দেহে বর্তমানে সভ্যতার বুকে এক বড় বিপদ ভরা আস্তাকুঁড় গড়ে তুলেছে। এমন অবস্থায় আমাদের ঘাড়ে দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক। মানুষের মধ্যে খাদ্যের অপচয় নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা থেকে অভাবের সময়ে তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া পর্যন্ত। সামর্থ্য ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সংকল্প অনেক বড়।

"বিন্দু বিন্দু জলেই সিন্ধু জন্মেছে।" — এই প্রবাদটি প্রতি মুহূর্তে আমাদের উদ্দীপিত করেছে। তাইতো ষ্টেশন চত্বরে রোজ রাতে আমরা পৌঁছাই অসহায় আস্তাহীন মানুষগুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে। আমরা বিশ্বাস করি, উত্তরণ-এর মতো সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝে সমাজের বাকিরাও সক্রিয় ভূমিকা নিলে আমরা অচিরেই একটি পার্থক্য তৈরি করতে পারবো। চলুন, আমরা সকলে মিলে হাতে হাত জুড়ে দাঁড়াই। বিপদে দুঃস্থদের সাথে থাকি, তাদের সর্বদা সাথে রাখি।

"যে নিজে খাইতে পারে, কিন্তু পরকে দিতে পারে না, সেও দরিদ্র।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্যাবলী

"বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে সক্ষম।" — স্বামী বিবেকানন্দ।

এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে অঙ্কুর থেকে নবপল্লবিত চারাগাছে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই 'উত্তরণ' তার কর্মপরিধিও ধীরে ধীরে বিস্তৃত করেছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে উত্তরণের গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ঃ

উত্তরণ মেধাবৃত্তি প্রদান ঃ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছিল 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি' প্রদান। ২০১৬-১৭ বর্ষে উত্তরণ বাঁকুড়া, বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলার মোট ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করেছে।

টিউশন ফি প্রদান ঃ অনন্যা মণ্ডল, ধনঞ্জয় সাহু-র মতো আরও ৫ জন দরিদ্র মেধাবী ছেলেমেয়েকে টিউশন ফি দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে 'উত্তরণ'।

বই বিতরণ ঃ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছিল 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি' প্রদান। ২০১৬-১৭ বর্ষে উত্তরণ বাঁকুড়া, বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলার মোট ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করেছে।

বস্ত্র বিতরণ ঃ 'শারদীয়া প্রকল্প'এ দারিদ্র্য শিশু, বিধবা মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ প্রায় ৬০ জনের হাতে জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়েছে।

কম্বল বিতরণ ঃ শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে, ফুটপাতে রাত কাটানো ১২০ জন অসহায় মানুষের হাতে কম্বল দিতে পেরেছে 'উত্তরণ'।

ক্যান্সার রোগীর পাশে ঃ অনীক দাসের পর ক্যান্সার আক্রান্ত দিব্যেন্দু সিন্‌হার জীবন যুদ্ধে সব রকমভাবে পাশে থেকে তার সহযোদ্ধা হতে পেরেছে 'উত্তরণ'। আজ দিব্যেন্দুদা সম্পূর্ণ সুস্থ। ভগবানের কাছে ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অনাথ বন্ধুদের পাশে ঃ একটি দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারানো পিতৃ-মাতৃহারা অনাথ সোনু বাঙ্কের দিকে উত্তরণ বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত। বই-খাতা সহ অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী, টিউশন ফি, জলখাবার বাবদ কিছু অর্থ দিয়ে এবং তারজন্য একজন রাইটারের ব্যবস্থা করে তার পাশে থাকতে পেরেছে 'উত্তরণ'।

Save Food, Save Life ঃ "If you can't feed a hundred people, then feed just one." ২০১৬-১৭ বর্ষে উত্তরণের গৃহীত একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল 'সেভ ফুড সেভ লাইফ'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'উত্তরণ' বাঁকুড়া স্টেশনে রাত কাটানো পথশিশু সহ কিছু অসহায় মানুষের একবেলা পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

বৃদ্ধাশ্রমে উত্তরণ ঃ জীবনের রঙ ফিকে হয়ে আসা কিছু মানুষ, যাদের থেকে তাদের আত্মীয়-পরিজনেরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেইসব মানুষদের সামান্য আনন্দদানের উদ্দেশ্যে দোলের দিন উত্তরণ পৌঁছে গিয়েছিল বাঁকুড়ার অদূরেই বিকনাতে অবস্থিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বৃদ্ধাশ্রমে। একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাদু-দিদাদের সাথে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে তাদের কিছুটা হলেও আনন্দ দিতে পেরেছি আমরা।

স্বচ্ছ ভারত, মিশন বাংলা, নির্মল বাংলা, ক্যাশলেস ব্যাঙ্কিং সচেতনতা শিবির ঃ

ভারত সরকার আয়োজিত নেহেরু যুব কেন্দ্র (NYK)-এর সহায়তায় স্বচ্ছ ভারত, মিশন বাংলা, নির্মল বাংলা, ক্যাশলেস ব্যাঙ্কিং বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছে উত্তরণ বাঁকুড়ার গান্ধী বিচার পরিষদের সভাগৃহে।

পথশিশুদের সাথে জন্মদিন পালন ঃ

সকলেই তো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে নিজেদের জন্মদিন পালন করে, কিন্তু উত্তরণের সদস্যবন্ধুরা তাদের নিজেদের ও প্রিয়জনদের জন্মদিন বাঁকুড়ার পথশিশুদের সাথে পালন করে তাদেরও জন্মদিনের আনন্দে সামিল করতে পেরেছে।

প্রতি বৎসরের মতো এ বৎসরও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই সহ অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী ও স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য 'গান্ধী বিচার পরিষদ'-এর সভাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কিছু জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ ও শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হবে।

সাফল্য

উত্তরণ মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করে। তাই আমাদের সাফল্যকে আমরা খুঁজে পাই বন্ধুর স্বপ্নপূরণে, জীবনযোদ্ধার যুদ্ধ জয়ে আর মায়ের মুখের হাসিতে। অগণিত মানুষের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভই আমাদের সাফল্য, যা আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়।

বিগত বছরে আমাদের সাফল্যের নাম কখনো রাকেশ চেল, দীপক দেবনাশ, অনন্যা মণ্ডল; আবার কখনো অনীক দাস, দিব্যেন্দু সিন্‌হা, পিয়ালী সাহা, সোনু বাঙ্কা। এদের প্রত্যেকের সাফল্যই উত্তরণের সাফল্য।

রাকেশ চেল ঃ খাতড়ার ছেলে রাকেশের স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু তার স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা। 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি' প্রদানের মাধ্যমে তার পাশে দাঁড়ায় উত্তরণ। ২০১৫ সালে রাকেশ মাধ্যমিকে ৮৫% নম্বর ও বর্তমান বছরে ৮০% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। রাকেশের স্বপ্নপূরণে তাকে একধাপ এগিয়ে দিতে পারাটাই আমাদের সাফল্য। ভবিষ্যতেও উত্তরণ তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

দীপক দেবনাথ ঃ মাত্র দশ বছর বয়সে বাবাকে হারায় কল্যাণীর হরিণঘাটার দীপক দেবনাথ। সংসার চালানোর কাজে মাকে সাহায্য করতে দীপকের বড় ভাইকে পড়াশোনা ছেড়ে বেছে নিতে হয় দিনমজুরের পেশা। দীপকের পড়াশোনার সামনে দাঁড়ায় একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। দীপককে তার পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে তার পাশে দাঁড়ায় উত্তরণ। তারজন্য ব্যবস্থা করে 'উত্তরণ মেধাবৃত্তি'র। দীপক মাধ্যমিকে ৭১% ও উচ্চমাধ্যমিকে ৭৪% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অনন্যা মণ্ডল ঃ বাঁকুড়ার ওন্দার রামসাগর গ্রামের আর এক মেধাবী ছাত্রী অনন্যা মণ্ডল। উচ্চমাধ্যমিকের পর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে পাশে পেয়েছে উত্তরণের। বাঁকুড়ার খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্রী অনন্যার জন্য উত্তরণ ৩ বছরের জন্য মাসিক ৯০০ টাকার একটি ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে পেরেছে। বর্তমানে অনন্যা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রথম বর্ষে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৪.৫%।

অনীক দাস ঃ ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত ৫ বছরের ছোট্ট অনীকের জীবনযুদ্ধে উত্তরণ শুধুমাত্র অর্থ দিয়েই নয়, মানসিক ভাবেও তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন সহযোদ্ধার ভূমিকা নিতে পেরেছি। আমরা তার ভবিষ্যতে সুস্থ জীবন কামনা করি।

পিয়ালী সাহা ঃ স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্রী, হাওড়ার বারাসাতের মেয়ে পিয়ালী, উত্তরণ তার পরিবারের হাতে ২৩,০০০/- অর্থ তুলে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে। বর্তমানে পিয়ালী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পড়াশোনার জগতে ফিরে আসতে পেরেছে। পিয়ালীর এগিয়ে চলার পথে উত্তরণের শুভেচ্ছা রইল।

সোনু বাল্কা ঃ একটি পথ দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা অনাথ সোনুর পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী হওয়ার যুদ্ধে তার পাশে দাঁড়িয়েছে উত্তরণ। সোনুর জলখাবার ও পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে উত্তরণ। তারজন্য একজন রীডারের ব্যবস্থা করা হবে। একজন রাইটারের ব্যবস্থা করে সোনুকে 'গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষায় বসাতে পেরেছে উত্তরণ।

সেভ ফুড সেভ লাইফ ঃ বৃদ্ধ বয়সে গৃহহারা বাঁকুড়া রেল সেটশনে রাতকাটানো জয়া ব্যানার্জীর পাশে দাঁড়িয়েছে উত্তরণ। জয়া ব্যানার্জীর মতো আরও ১৫ জন অসহায় মানুষের মুখে প্রতিদিন একবেলা খাবার তুলে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় উত্তরণ। আমাদের সাফল্য এটাই যে, আমাদের এই কাজে অনেকেই উৎসাহ দেখাচ্ছেন, এগিয়ে আসছেন।

আগামী পরিকল্পনা

১. উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় "উত্তরণ বিদ্যালয়" স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

৩. "সেভ ফুড সেভ লাইফ" প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরণ আরো বেশি অসহায় দীন মানুষদের পাশে দাঁড়ানো।

৪. বিভিন্ন স্কুল-কলেজে স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করা।

৫. একটি "উত্তরণ ক্লথ ব্যাঙ্ক" (UTTORAN CLOTH BANK) গড়ে তোলা, যেখান থেকে দরিদ্র মানুষ পুরানো অথচ ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড় সংগ্রহ করতে পারবেন।

৬. "UTTORAN BOOK BANK" গড়ে তোলা, যেখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি গল্প-উপন্যাসের বইও পাওয়া যাবে।

৭. বই বিতরণ ও উত্তরণ মেধাবৃত্তি প্রদানের অনুষ্ঠান আরও বেশি করে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

"সংবাদপত্রের শিরোনামে উত্তরণ"

...দের 'উত্তরণ' সমাজসেবায়

www.bengaltimes.in

Friday March 10th, 2017 — Follow Us

বেঙ্গল টাইমস

সময়ের থেকে এগিয়ে

Menu

You are here: Home » জেলার বার্তা » দক্ষিণ বঙ্গ »

এগিয়ে আসার বার্তা দিচ্ছে উত্তরণ

By Bengal Times / October 8, 2016 / No Comments

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পথ চলা। এই পথ চলতে চলতেই সহযোগিতা এগিয়ে যাওয়া। এভাবেই এগিয়ে চলেছে উত্তরণ। শুধু নিজেদের এগিয়ে যাওয়া নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকেও এগিয়ে দেওয়া।

সংস্থার সম্পাদক উত্তম সহিস জানান, 'আমরা কিছু না কিছু করতে চাই। ২০১৬-র মার্চ থেকে আমরা ৫০ জন ছাত্রকে এক হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দিয়ে আসছি। ...'

বেঙ্গল টাইমস

সময়ের থেকে এগিয়ে

Menu

You are here: Home » জেলার বার্তা » দক্ষিণ বঙ্গ »

অভাবী মেধাবীদের পাশে দাঁড়াল উত্তরণ

By Bengal Times / June 18, 2016 / No Comments

বেঙ্গল টাইমস প্রতিবেদনের সাধ্যী হয়ত তেমন নেই। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে যে অনেককিছুই করা যায়, তার নিদর্শন রাখল উত্তরণ। মূলত ছাত্রদের নিয়ে তৈরি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ায়। বাঁকুড়া জেলায় উত্তরণ নামটা বেশ পরিচিত একটি নাম।

এবারও তাঁরা সংবর্ধনা দিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের। বাঁকুড়া শাস্ত্রী বিহার পরিষদে সম্প্রতি হয়ে গেল হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক অনুষ্ঠান। শুরুতেই গাওয়া হল আগামীদের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এই গানটাই যেন অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দিয়ে গেল।

মাধ্যমিকের জন্য ১৬ জন, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ১২ জনকে দেওয়া হল বিশেষ সংবর্ধনা। কাঁসর নানা উপহার তুলে দেওয়া হল তাঁদের হাতে। অনেকেই উঠে এসেছেন নিতান্ত অভাবী পরিবার থেকে। আগামীর দিনের পড়াশোনা কীভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, তাও নিশ্চিত নয়। এমন পাঁচজন ছাত্রকে দেওয়া হল বিশেষ স্কলারশিপ। ছিলেন দেবব্রত দত্ত, কল্যাণ রায়, আশিস পাত্র, সমীরণ সেনগুপ্তর মতো শিক্ষাবিদরা। উত্তরণের পক্ষে সভাপতি সুমন রানা ও সম্পাদক উত্তম সহিস জানান, 'আমাদের সাধ্য হয়ত সীমিত। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা সাধ্যমতো ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবু আগামীদিনেও আমরা এভাবেই দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের পাশে থাকতে চাই।'

রাঢ় আলাপন

ফেলে না দিয়ে ওঁদের ডাকুন

"সংবাদপত্রের শিরোনামে উত্তরণ"

উত্তরণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

তিন দুঃস্থ পড়ুয়াকে বৃত্তি

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'উত্তরণ'-এর তরফে সম্প্রতি হিড়বাঁধ ও ইঁদপুর ব্লকের তিন জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি হিড়বাঁধের কেলেপাথর, আশাবেড়া ও নিশ্চিন্তপুর গ্রামের ৪০ জন শবর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে চাল, গম এবং পড়ুয়াদের বই, খাতা, পেন দেওয়া হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য রুদ্রনারায়ণ পতি বলেন, "শনিবার গ্রামে গিয়ে ওই দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে বৃত্তির টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিছু পড়ুয়াকে বই খাতা ও পেন দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু দুঃস্থ পড়ুয়াকে অর্থ সাহায্য করার চেষ্টা করছি আমরা।"

সারেঙ্গায় অনুষ্ঠান। এক ...

মাধ্যমে সারেঙ্গা, ... ওড়িয়াপাড়া গ্রামের কিছু ... হাতে জামা কাপড়, শাড়ি, ... জাটা তুলে দিল বাঁকুড়ার ... প্রতিষ্ঠান। কলেজ পড়ুয়া ... প্রতিষ্ঠানের তরফে ... জানান, এ দিন আম... ওড়িয়াপাড়া গ্রামের গ্রা... জনকে জামা কাপড় দেওয়া ... কেজি করে চাল, দু'কে...

शिल्पांचल अपडेट

'उतरन' ने बांटे जरूरतमंदों में वस्त्र

बांकुड़ा. 'उतरन' ने शारदीया के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों के बीच नये वस्त्र बांटे. कार्यक्रम का आयोजन बांकुड़ा के गांधी विचार परिषद में किया गया. मौके पर बांकुड़ा के गांधी विचार परिषद के गवर्निंग बॉडी के सदस्य सौरभ वसु एवं अन्य उपस्थित थे. संस्था के सचिव रितेश मल्लिक ने कहा कि 70 जरूरतमंदों को वस्त्र दिया गया. कार्यक्रम का संचालन पामेला पति ने किया. कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था की अध्यक्ष अर्चिता मंडल, सुमन राणा, मनिराज पति, सुमन मन्ना एवं ... सुंदर पति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

উত্তরন এর উদ্যোগে সারেঙ্গায় বস্ত্রদান শিবি...

বস্ত্রদান করছেন উত্তরন এর স্বেচ্ছাসেবীরা

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে 'উত্তরণ'

নিজস্ব– গত ২৯শে মে ২০১৬ বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদ সভাগৃহে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সমাজসেবী ছাত্র সংগঠন 'উত্তরণ' এর পক্ষ থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এদিন সকাল ১০টায় ... সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত ... দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ... অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গান্ধী বিচার পরিষদের সম্পাদক ... রাজগ্রাম বিবেকানন্দ শিশু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ... সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ... সেনগুপ্ত সহ আরো অনেকে। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ... উত্তরণের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন সমাজের দুঃস্থ মানুষদের সহায়তায় বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির ... শেষাংশ ৪২ পাতায়

চোখে আঙুল

বিবেক অধিকারী

ভোট দেওয়া বন্ধ ভোট দেখেছিল ...

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে উত্তরণ ..... প্রথম পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে একটি অরাজনৈতিক সামাজিক ছাত্র সংগঠন যে কাজ করে চলেছে তা সমা... প্রত্যেকেই এই সংগঠনকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সংগঠনের ... উত্তরণের কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করতে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আহ্বান জানা... মল্লিক বলেন এই সমাজসেবার কাজ করতে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ... হয়েছেন। উপস্থিত সকলের কাছে তিনি সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ১৬জন এবং উচ্চমাধ্যমিক... ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুস্তক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ দেওয়া হয়। এছাড়াও ৫ জন... আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এদের হাতে সহায়তা তুলে দে... থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০ স্কলারশিপ পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে ... অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সদস্য শ্রীসুমন ... নিজেদের মেধাবৃ... শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় উত্তরণের ছাত্রছাত্রীদের এই ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার ...

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আবেগপ্রবণ, আত্মবিশ্বাসী কিছু ছেলেমেয়ের আবেগ, ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ওঠা সংস্থা 'উত্তরণ' গুটি গুটি পায়ে পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করে ষষ্ঠ বর্ষে পা রেখেছে। যে সকল সহৃদয় মানুষের নিঃস্বার্থ সহানুভূতি, সাহায্য, অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা উত্তরণকে সমৃদ্ধ করেছে ও তার পথ চলার পাথেয় হয়েছে; এবং যারা অভিভাবকের মতো পাশে থেকে উত্তরণের পথ চলার দিশারী হয়েছেন, তাঁরা হলেন — শ্রী কল্যাণ কর, শ্রী সৌরভ বোস, শ্রী রঞ্জিৎ সরকার।

উত্তরণ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নেহেরু যুব কেন্দ্র (NYK)-এর কো-অর্ডিনেটর ড. রজতশুভ্র নস্কর ও দক্ষিণ কোরিয়ার 'পোহাং ইউনিভার্সিটি অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি'র কাছে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন - বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (গণিত ও রসায়ন বিভাগ), খড়গপুর আই.আই.টি. (রসায়ন ও পদার্থ বিভাগ), হায়দ্রাবাদ আই.আই.টি.-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যারা অর্থ সাহায্য করেছেন, ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ।

উপদেষ্টামণ্ডলী

১। প্রাক্তন অধ্যাপিকা মঞ্জু চক্রবর্ত্তী (খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়)।
২। প্রাক্তন অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত।
৩। শ্রী গৌতম কর (সহকারী শিক্ষক, মধুবন গোয়েঙ্কা হাইস্কুল)।
৪। শ্রী ভজন দত্ত (সহকারী শিক্ষক, মালিয়াড়া R.N. হাইস্কুল)।
৫। অধ্যাপক অরুণাভ ব্যানার্জ্জী (বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ)।
৬। অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার সামন্ত (বিভাগীয় প্রধান, গণিত, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ)।
৭। শ্রী উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, State Bank of India)।
৮। শ্রী কল্যাণ রায় (সম্পাদক, গান্ধী বিচার পরিষদ)।
৯। শ্রী চিন্ময় মুখার্জ্জী (সহকারী শিক্ষক)
১০। শ্রী সৌরভ বসু (G.B. Member of গান্ধী বিচার পরিষদ)
১১। শ্রী রঞ্জিৎ সরকার (Project Manager, গান্ধী বিচার পরিষদ)
১২। শ্রী প্রশান্ত চৌধুরী (সহকারী শিক্ষক, ছাতনা চণ্ডীদাস হাইস্কুল)।
১৩। শ্রীমতী পিনুশ্রী সাহা (সহকারী শিক্ষক, বিষ্ণুপুর পরিমলদেবী গার্লস হাইস্কুল)।
১৪। শ্রী সুব্রত কুণ্ডু (Deputy Manager, বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক)।
১৫। শ্রীমত্যা মাধুরী সেনগুপ্ত।
১৬। শ্রীমতী মণিকা দে (B.S.N.L. Staff)।

বিশেষ অনুদান

১। শ্রী সৈয়দ রেগন
২। শ্রী অনীক জানা
৩। বেনাজির খাতুন
৪। কৌশিক পাল
৫। লব দত্ত
৬। শ্রীমতী মণিকা দে
৭। অনুশ্রী মণ্ডল
৮। সুভাষচন্দ্র শীট
৯। সব্যসাচী সরকার
১০। S.N. Bose National Center for Basic Sciences,Kolkata
১১। সুব্রত কুণ্ডু
১২। Indian Institute of Technology Kharagpur

SCHOLARSHIP INFO

1. INDIAN OIL CORPORATION
2. G.P. BIRLA EDUCATIINAL FOUNDATION
3. SAHU JAINTRUST SCHOLARSHIP
4. UDDAN PROGRAM FOR GIRLS
5. KVPY SCHOLARSHIP
6. TRUST FUND SCHOLARSHIP FOR DISABLED STUDENTS
7. SCHEME MERITCUM MEANS BASED SCHOLARSHIP BELONGING TO MINORITY COMMUNITY
8. CENTRAL SECTOR SCHEME FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS
9. AMAR JUALA FOUNDATION
10. NATIONAL WIDE EDUCATION AND SCHOLARSHIP TEST
11. PRAGATI SAKSHAM SCHOLARSHIP FOR GIRLS (AICTE)
12. POST-GRADUATE INDIRA GANDHI SCHOLARSHIP FOR SINGLE GIRL CHILD
13. WBMDFC SCHOLARSHIP FOR MINORITY
14. WEST BENGAL GOVERNMENT SWAMI VIVEKANANDA MERITCUM MEANS SCHOLARSHIPS
15. WEST BENGAL MERITCUM MEANS SCHOLARSHIP SCHEME (WBGM-C-M)
16. KC MAHINDRA SCHOLARSHIP
17. JBNSTS SCHOLARSHIP
18. NTPC SCHOLARSHIP SCHEME
19. ONGC SCHOLARSHIP (FOR MERITORIOUS SC / ST STUDENTS)
20. INSPIRE SCHOLARSHIP SCHEME
21. SWAMI VIVEKANANDA SCHOLARSHIP
22. LIC INDIA SCHOLARSHIPS SCHEME
23. PRIYAMVADA BIRLA SCHOLARSHIPS SCHEME
24. MAULANA AZAD SCHOLARSHIP SCHEME

উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল –

শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার

স্থাপিত - ২০১৩

ভর্তি চলিতেছে

লালবাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলিতেছে

সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ঃঃ রেজি নং - S/2L/No. 32758

ঃ অফিস ঠিকানা ঃ
লালবাজার চটপুকুর লেন, বাঁকুড়া
পোঃ + জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১০১
যোগাযোগ ঃ- ৯৪৩৪৪৪৬৯৬৯, ৯৯৩২৮৮৪২৭২

-ঃ অন্যান্য ঠিকানা ঃ-

লালবাজার, নামোবাগ্‌দীপাড়া (ক্লাব ও দুর্গা মন্দির), লালবাজার চটপুকুর পাড় (সন্তোষী মায়ের মন্দির), লালবাজার অমর ক্লাব (কমিউনিটি হল), কুচকুচিয়া দুর্গামন্দির ও উপরের রুম (পালিতবাগান), ৫১/৪ পোদ্দার পুকুর লেন, বাঁকুড়া (গিরিশ স্মৃতি বিদ্যালয়), ৫/১ রিভার সাইড রোড, কানকাটা, বাঁকুড়া (সাইন ইণ্ডিয়া চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার-এর বিপরীতে)

এখানে বিভিন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা অতি যত্ন সহকারে উল্লিখিত শ্রেণী ও উল্লিখিত বিষয়গুলি কোচিং করানো হয়, বাংলা ও ইংরাজী মাধ্যম দ্বারা।

English & Bengali Medium

ঃ বিষয় ও শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ ঃ

নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বিষয়

(শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষক / শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন)

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বিষয়

(বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়)

(বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক / শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন)

সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি আঁকা ও বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ শেখানো হয়।
সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের যোগ ব্যায়াম শেখানো হয়।

প্রথম শ্রেণী থেকে বয়স জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের কোর্স দ্বারা কম্পিউটার শেখানো হয়।

(www.nbceindia.in)

NATIONAL BOARD OF COMPUTER EDUCATION

JOB PORTAL - www.jobportal.nbceindia.in
WEBSITE - www.shiksharthibankura.org

'উত্তরণ'-এর পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের
সাফল্য কামনায় –

আদর্শ শিক্ষা নিকেতন

রেজি নং - S/2L/No. 73636

সারেঙ্গা ঃঃ বাঁকুড়া

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আশ্রমিক পরিবেশে পাঠদান করা হয়।

।। শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধনই আমাদের লক্ষ্য।।

বিঃদ্রঃ- ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ ঃ- ৯৬৩৫৯৬৮৬৩৮

উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল –

সফল Career গঠন এবং উচ্চ বেতনের
চাকরীর জন্য শিখতেই হবে ...

BEST QUALITY

SPOKEN ENGLISH
WRITTEN ENGLISH

RED ROSE

কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের দ্বিতলে, অশোকনগর,
মেদিনীপুর শহর

Mob. : 9932909128 / 9933155827

With Best Compliments From :

M/S HANIMANN HOMOEO

274 /2/A/1 , KATJURIDANGA , BANKURA

এখানে নামী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক ঔষুধ পাওয়া যায়
ও যে কোনো রোগের সুচিকিৎসা করা হয়।

Dr. Coni Mahapatra

সময় ঃ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮:৩০
(রবি, মঙ্গল বাদ দিয়ে)

উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল –

জীবনদীপ ক্লিনিক

দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সারেঙ্গাতে বহু সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে রোগী দেখছেন

ডাঃ এস . কে . রায় (B.I.M.S.) Kol. Mob. - 9932499545

বিনা অপারেশনে যত পুরানো একশিরা (Hydrocele), অর্শ (Piles), ভগন্দর (Fistula), গ্যারান্টি সহ চিকিৎসা করা হয়। ১০০% গ্যারান্টি !!

এছাড়া মেয়েদের সাদা স্রাব, অনিয়মিত ব্যথাযুক্ত মাসিক স্রাব, ধাতুরোগ, স্বপ্নদোষ, সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, দাদ, একজিমা ইত্যাদি যে কোন প্রকার জটিল চর্মরোগ, গ্যাস পুরাতন আমাশয় ইত্যাদি সব ধরণের সাধারণ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

।। রোগা থেকে মোটা হওয়ার ঔষধ পাওয়া যায় ।।

রোগী দেখছেন প্রতি সপ্তাহের সোম থেকে শুক্র সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা ও সন্ধ্যা ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। নিজস্ব স্থায়ী চেম্বারে।

ঃ ফিস ঃ ৫০ টাকা

ঔষধের দাম আলাদা

সারেঙ্গা (ব্রাহ্মণডিহা রোড) ঃঃ বাঁকুড়া)

বিঃদ্রঃ এখানে সমস্ত রকম আয়ুর্বেদিক ঔষধ খুচরা ও পাইকারি মূল্যে পাওয়া যায়।

'উত্তরণ'-এর পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায় –

রায় হার্বালস্

এখানে বিভিন্ন কোম্পানীর আয়ুর্বেদিক ঔষধ খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

Mob. - 9932499545

উত্তরণের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল –

ভারত সরকারের N.C.T., New Delhi স্বীকৃত
'জাতীয় কম্পিউটার শিক্ষা পর্ষদ' অনুমোদিত

এলাকার উন্নতমানের শিক্ষাকেন্দ্র

সারেঙ্গা নিউ কম্পিউটার একাডেমী

(সেণ্টার ওপরের দোতলায়)

1 yr. / 6 months / 3 months-এর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী কোর্সে / DOEAC করানো হয়।

নিউ কম্পিউটার একাডেমী

সারেঙ্গা (ব্রাহ্মণডিহা রোড) ঃঃ বাঁকুড়া

মোঃ- ৯৬৩৫৮৯২১১১ / ৮৯২৬৫৭১৪১৭

'উত্তরণ'-এর পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনায় –

অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড্ ল্যাবরেটরি

কালীমাতা

ডায়াগনোস্টিক সেণ্টার

মটগোদা (হাটতলা) ঃঃ বাঁকুড়া

মোবাইল - ৯৮০০৭২৬৪২০ / ৯৭৩৫১৬৯৩৯৫

এখানে রক্ত, মল, মূত্র, কফ, ধাতুর রুটিন এবং স্পেশ্যাল টেস্ট,
কালচার এণ্ড সেনসিটিভিটি, থাইরয়েড (T3, T4, TSH) এবং
অন্যান্য হরমোন এবং X-Ray ইত্যাদি পরীক্ষা যন্ত্র সহকারে করা হয়।

সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা

With Best Compliments From :

ফোন নং - ০৩২৪৩ - ২৬৯১১৫

বিগত ১৩ বছর ধরে এলাকাবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

এলাকার একমাত্র সরকারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Webel

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের .....

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% সরকারী আর্থিক সহায়তা ওয়েবেল-এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত Govt. Project বিনামূল্যে করানো হয়।

স্কুলরোড (থানার পাশে) ঃঃ সারেঙ্গা ঃঃ বাঁকুড়া

গণচেতনা প্রেস

GANACHETANA PRESS

শিখরিয়া পাড়া (নাটুবাবুর গলি)
বাঁকুড়া - ৭২২১০১
9434481338, 9531644653,7864949026

e-mail - ganachetana.press2013@gmail.com

বই প্রকাশনার কাজ, স্কুল ও কলেজের প্রশ্নপত্র, Student's I Card, Student's Progress Report, Diary, Magazine, Prospectus, স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন সরকারী Register Book ও Form, বিয়ে বাড়ীর কার্ড, স্পাইরাল বাইণ্ডিং, ল্যামিনেশন ইত্যাদি যাবতীয় মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ করা হয়।

Photo Gallery

উত্তরণ
সাথে থেকো সাথে রেখো
উত্তরণ
সাথে থেকো...সাথে রেখো
ESTD : 2012
ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসেবী সংগঠন